আজকের কাগজ

তারিখ 30 OCT 1993
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

160

# শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস শেষ হবে কবে?

সম্প্রতি বাংলাদেশে নিযুক্ত একজন বিদেশি রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনে বিরাজমান সন্ত্রাসীত পরিস্থিতির ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস যে দেশের ভাবমূর্তিকেও কি পরিমাণ ক্ষুণ্ন করেছে বিদেশি ঐ দূতের মন্তব্য তারই প্রমাণ। মানুষ সামাজিক জীব, সমাজবদ্ধ হয়েই তাকে বসবাস করতে হয়। আধুনিক বিশ্বে আন্তর্জাতিক পরিসরে রাষ্ট্রসমূহও পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত; রাষ্ট্রেরও একটা সামাজিক ভাবমূর্তি থাকে, তারও প্রগতি-পরাগতি থাকে। আজ বাংলাদেশ শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস, সামাজিক পশ্চাৎপদতা, অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা ইত্যকার বিষয়াবলী নিয়ে যে অবস্থানে রয়েছে এবং দিনকে দিন যে পরিণতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে তাকে নিশ্চয়ই প্রগতি বলা যাবে না।

এতদিন যারা আশাবাদী ছিলেন, নৈরাশ্যবাদী না হয়েও এখন তাঁরা শঙ্কিত। সারা দেশ জুড়ে এখন যেসব ঘটনা একের পর এক ঘটে চলেছে তাতে আশান্বিত হওয়ার কোন অবকাশ নেই।

ক'দিন আগে রাজশাহীতে ঘটে গেছে এক বর্বর ঘটনা। সে দুঃখের ক্ষত শুকাতে না শুকাতে চট্টগ্রামে ঘটলো আরও একটি নৃশংস তাণ্ডব। তারপরও কি থেমে আছে বর্বর গোষ্ঠীর কার্যকলাপ? না তারা কিছুতেই সম্বৃত হবার নয়। বুধবার গভীর রাতে কুষ্টিয়ায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসীত ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।

এখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, শিক্ষাঙ্গনের এ সন্ত্রাস শেষ হবে কবে কিংবা আদৌ শেষ হবে কিনা! আমাদের তরুণদের কেন আমরা সুরক্ষা করতে পারছি না? কেন তাদের নিশ্চিন্ত শিক্ষা জীবনের গ্যারান্টি দিতে আমরা, আমাদের সমাজ, আমাদের নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার অপারগ? অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, সন্ত্রাসীত ঘটনার পর চিহ্নিত সন্ত্রাসী গোষ্ঠী বরঞ্চ নিশ্চিন্তে অবস্থান করছে আর নিরাপরাধ সন্ত্রস্ত তরুণরা শঙ্কিত দিনাতিপাত করছে। উপরন্তু সন্ত্রাসের উৎস ও লালনকারীরা এখন আর কোন অদৃশ্য রহস্যময় শক্তি নয়; তারা কে, কি তাদের পরিচয় সবই সকলেই জানে। সরকারও জানেন। কিন্তু তাদের দমনে সরকারের অনীহা এখনও বিদ্যমান।

এ অনীহার ফলাফল একদিকে যেমন সন্ত্রাসের সৃষ্টি, তেমনি লজ্জাও; বিদেশিরাও আজ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে আমাদের শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস নিয়ে তারা কি কটাক্ষ করে না আমাদের সামাজিক পশ্চাৎপদতা- বর্বরতার জন্যে। আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যমের সুবাদে কোন খবরই আর গোপন থাকছে না। বিশ্ববাসী সবই জানছে। অন্ততঃ সভ্যতার খাতিরে, সভ্য হওয়ার জন্যে বিশ্ব সমাজের কাছে হেয় প্রতিপন্ন না হওয়ার জন্যে আমাদের এখনও কি সংযত হওয়া প্রয়োজন নয়? এখনও কি সন্ত্রাসী নৈরাজ্যিক শক্তিকে দমন করা উচিত নয়? সরকার জনগণের নিরাপত্তা, দেশের ভবিষ্যৎ যে ছাত্র সমাজ তাদের শিক্ষা জীবন নিষ্কন্টক করার দায়িত্ব কি নেবেন না?

দায়িত্ব তাঁদের নিতে হবে, নেয়া উচিৎ এটাই অবিসম্বাদিত নিয়ম। যে কোন মূল্যে শিক্ষাঙ্গনসহ সমাজের সকল স্তর থেকে সন্ত্রাস উন্মূল করতে হবে, না হলে রাষ্ট্রীয় সম্মান রক্ষা করা যাবে না। কেউ নিশ্চয়ই চাইবেন না অবস্থার আরও অবনতি হোক, সরকারও নিশ্চয়ই চান না কিন্তু তাদের উদ্যোগ নেই এটাই আশ্চর্য। নির্লিপ্ততার এই খোলস ভাঙতে হবে তাঁদের। গণতান্ত্রিক সভ্যতার পরিচয় রক্ষার জন্যেই, দেশের জনগণের নিশ্চিন্ত ভবিষ্যতের জন্যেই তাদেরকে উদ্যোগী হতে হবে।